প্রশ্নোত্তরে
পরিবেশ ও পরিচিতি



প্রশ্নোত্তরে
পরিবেশ ও পরিচিতি

সন্দীপ সেন

পরিবর্তিত ও পরিশোধিত নতুন সংস্করণ—১৯৮৯

রঞ্জন প্রকাশন

৮ / ১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীগোপাল বল,
রঞ্জন প্রকাশন,
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলি-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
সত্যনারায়ণ মণ্ডল,
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স,
৩৪ নং, শ্যামপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

শিশুর পরিচয়



শিশু

আমরা বাঙালী, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। তাই আমরা বাঙালী নামে পরিচিত। আমরা বাবা-মা'র সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে বাস করি। আমরা দু'জন ভাইবোন। চারপাশে আমাদের আত্মীস্বজনের বাড়ি। আমাদের চারদিকে অনেক প্রতিবেশী আছে। তারা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীষ্টান। কিন্তু সর্বোপরি আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা ভারতবাসী। ভারতবর্ষের নাগরিক আমরা।

তোমার নাম কি ?

আমার নাম শ্রী ____________________

তোমার বাবার নাম কি ?

আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত ____________________

তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

আমাদের বাড়ি ____________________

তোমাদের বাড়ি কোন্ জেলায় অবস্থিত ?

আমাদের বাড়ি __________ জেলায় অবস্থিত।

তোমার পরিচয় কি ?

আমার পরিচয় আমি ভারতবাসী।

তোমার মাতৃভাষার নাম কি ?

আমার মাতৃভাষার নাম বাংলা ভাষা।

তুমি কোন রাজ্যে বাস কর ?

আমি পশ্চিমবঙ্গে বাস করি।

পশ্চিমবঙ্গ কি রাজ্য ?

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কলিকাতা।

ভারতের রাজধানী কোথায় ?

ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) তোমার প্রধান পরিচয় কি ? ____________________

(খ) তুমি যে গ্রামে বাস কর তার নাম কি ? ____________________

(গ) তুমি কোন জেলায় বাস কর ? ____________________

(ঘ) তোমার দেশের নাম কি ? ____________________

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ____________________

(খ) আমার পরিচয় আমি একজন ____________________

(গ) আমাদের মাতৃভাষার নাম ____________________

(ঘ) ভারতের রাজধানীর নাম ____________________

শিশুর পরিবার

আমাদের পরিবারে লোক খুব কম। মা-বাবা আর আমরা দুই ভাই বোন। আমরা গ্রামে থাকি। বাবা শিক্ষকতা করেন। মা সংসারের সব কাজ যেমন রান্না-বান্না করা, কার কি দরকার খোঁজ নেওয়া প্রায় সব কাজই করেন। বাবা সংসারের কর্তা। দাদু অনেকদিন হয় মারা গেছেন। তাঁকে দেখিনি, ঠাকুরমাকে দেখেছি, তিনি দু'বছর হয় মারা গেছেন।



পরিবার

ঠাকুরমা আমাকে খুব ভালবাসতেন। সংসারের কাজে মাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদের নানা ধরতেন গল্প বলতেন। বাবা তো সময়ই পান না। সকাল বেলা হাট বাজার। তারপরে স্কুলে যান। বিকেলে বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম করে কয়েকটা টিউশুনি করেন। আমাদের বাড়ি প্রায়ই আত্মীয় স্বজন আসেন। কেউ মার দিকে কেউ বাবার দিকে। আমার এক কাকা আছেন। কাকিমা খুব ভালো। তারা আসানসোলে থাকেন।

পরিবার কাকে বলে?

বাবা, মা, দাদা, দিদি, বোন, ভাই, কাকা, কাকীমা, জ্যাঠা, জ্যেঠীমা, দাদু, ঠাকুরমা প্রভৃতি বাড়ির সকলকে একসঙ্গে পরিবার বলে।

পরিজন কাকে বলে?

নিকট আত্মীয়স্বজনদের সকলকে পরিজন বলে।

পরিবারে বাবা কি করেন?

পরিবারের সকলের খাওয়া-পরা ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

আমাদের মা কি করেন ?

সকলের জন্য রান্নাবান্না করা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দিকে নজর রাখা, কারোর অসুখ হলে সেবা যত্ন করা, অতিথি এলে আদর আপ্যায়ন করা মায়ের কাজ।

পরিবারের বন্ধু কারা ?

যারা বাড়ির নানারকম কাজে সাহায্য করে এবং উপকার করে তারাই আমাদের পরিবারের বন্ধু। যেমন—মেথর, গোয়ালা, ডাকপিয়ন, ডাক্তার, শিক্ষক, দাস-দাসী প্রভৃতি।

বাড়িতে আমাদের কাজ কি ?

পড়াশোনা করা, শরীর চর্চা করা, বাবা-মার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করা।

ভাইবোনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কারোর সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

প্রতিবেশী কারা ?

বাড়ির চারপাশের লোকজনই আমাদের প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?

মিষ্টি ব্যবহার করা উচিত। পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে হাত জোড় করে নমস্কার করা উচিত। কারোর বিপদ হলে কাছে গিয়ে সাহায্য করা উচিত।

গুরুজন কারা ?

পরিবারের বড়রা সকলেই গুরুজন।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

নিজের ভাইবোনের মত। তাদের সঙ্গে কখনই ঝগড়া করা ঠিক নয়।

মা-বাবার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে ?

তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। তাঁরা যা বলবেন, তা পালন করবে। অবাধ্য হবে না। ভক্তিভরে তাদের প্রণাম করবে।

আদর্শ পরিবার কাকে বলে ?

যে পরিবারে সকলে সুখে শান্তিতে থাকে, তাকে আদর্শ পরিবার বলে।

আমাদের কিভাবে চলা উচিত ?

গুরুজনদের কথা মেনে চলা উচিত।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) কাদেরকে পরিবারের বন্ধু বলা হয় ? ________________________________

____

(খ) ভাই বোনের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে ? ________________________________

____

(গ) আদর্শ পরিবার কাকে বলে ? ________________________________

____

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) বাড়ির চারপাশের __________ প্রতিবেশী।

(খ) পরিবারের __________ সকলেই __________।

(গ) আমাদের __________ আশেপাশের লোকজনই আমাদের __________।

শিশুর বাড়ীঘর

আমাদের থাকার জন্য ঘর বাড়ি দরকার। ঘর মানুষের প্রধান আশ্রয় স্থল। ঠাণ্ডা, গরম, জল-ঝড় ও বনের জন্তু জানোয়ারের থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা বাড়িতে বাস করি। বাড়ি ঘর তৈরীর আগে মানুষেরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গুহায় গাছের কোটরে বাস করত। ঐ সময়কার মানুষদের বলা হত আদিম মানুষ।



গ্রামের ঘর বাড়ি

ক্রমে ক্রমে মানুষ সভ্য হয়েছে, উন্নত হয়েছে তাদের জীবন ধারা। তারা ঘর-বাড়ি তৈরী করতে শিখেছে। গ্রাম ও শহরের জন্ম হয়েছে। গ্রাম ও শহরের বাড়ি ঘরের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি ঘর কাঁচা। এই কাঁচা বাড়ি তৈরী করতে সাধারণতঃ দরকার হয় মাটি, গোবর, বাঁশ, দড়ি ও খড়। শহরের বাড়ি ঘর অধিকাংশ পাকা। এই পাকা বাড়ি তৈরী করতে সাধারণতঃ দরকার হয় ইট, চুন, সুরকি, বালি, সিমেণ্ট, কাঠ, লোহার রড, পাথর কুচি প্রভৃতি। গ্রামে জায়গার অভাব না থাকায় ঘরগুলি ছাড়া ছাড়া হয়। শহরের বাড়ি ঘর তা নয়। একদম গায়ে গায়ে। গ্রামের ঘর বাড়িতে আলো বাতাসের অভাব হয় না। শহরে আলো বাতাসের খুব অভাব থাকে। কলকাতার অনেক বাড়ির একতলায় দিনের বেলাতেও আলো জালতে হয়।

আমরা সকলে কোথায় বাস করি ?

আমরা আমাদের বাড়িতে বাস করি।

মানুষ প্রথম কোথায় বাস করত ?

মানুষ প্রথমে জঙ্গলে, গাছের কোটরে ও পাহাড়ের গুহায় বাস

আমরা বাড়িতে বাস করি কেন ?

ঠাণ্ডা, গরম, জল-ঝড় ও জন্তু জানোয়ারের থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা বাড়িতে বাস করি।

শিশুদের থাকার ঘর কি রকম হওয়া দরকার ?

প্রচুর আলো বাতাস যুক্ত ঘর হওয়া দরকার।

বাড়িঘর কয় রকমের দেখা যায় ?

দু'রকমের। কাঁচা ও পাকা।

গ্রামের বাড়িঘর তৈরী করতে কি কি দরকার ?

গ্রামের বাড়িঘর তৈরী করার জন্য সাধারণতঃ দরকার হয় মাটি, গোবর, দড়ি, ও খড়।

শহরের বাড়িঘর তৈরী করতে কি দরকার ?

শহরের বাড়িঘর তৈরী করার জন্য সাধারণতঃ দরকার হয়, ইঁট, চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঁচ, লোহার রড ও পাথর কুচি প্রভৃতি।

গ্রামের বাড়িঘর সাধারণতঃ কারা তৈরী করেন ?

গ্রামের কাঁচা ঘর সাধারণতঃ ঘরামী ভাইরা তৈরী করেন।

শহরের বাড়িগুলি কারা তৈরী করেন ?

শহরের বাড়ীগুলি সাধারণতঃ রাজমিস্ত্রী ভাইরা তৈরী করেন।

বাড়িঘর কি রকম জমিতে হওয়া উচিত ?

সাধারণতঃ উঁচু জমিতে হওয়া উচিত। বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ফাঁকা থাকা উচিত, কারণ এই দুই দিক থেকে আলো ও বাতাস আসে।

: পাঠ মূল্যায়ন :

১। হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দাও :

(ক) রাজমিস্ত্রীরা কি কাঁচা বাড়ি তৈরী করেন ? ____________

(খ) শহরের ঘর বাড়ি কি সব পাকা ? ____________

(গ) ঘরামীরা কি কাঁচা বাড়ি তৈরী করেন ? ____________

(ঘ) আদিম মানুষেরা কি শহরে বাস করত ? ____________

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বাড়ির ________ ও ________ ফাঁকা থাকা উচিত।

(খ) ________ বেশি কাঁচা বাড়ি দেখা যায়।

(গ) ________ তৈরীর আগে মানুষ ________ বাস করত।

(ঘ) বাড়ি ঘর ________ ________ জমিতে হওয়া উচিত।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) কাঁচা বাড়ি কি কি জিনিস দিয়ে তৈরী হয় ? ____________

____

(খ) গ্রামে ছাড়াছাড়া বাড়ি হওয়ার কারণ কি ? ____________

____

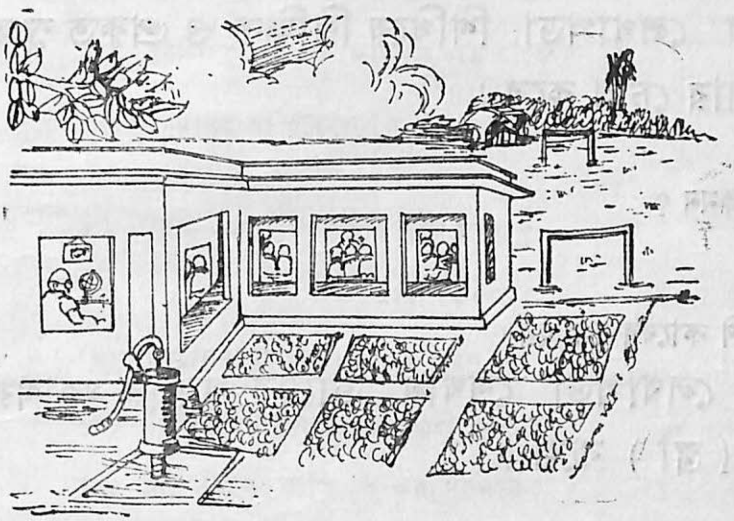
(গ) ঘর বাড়ি তৈরী হওয়ার আগে মানুষ কোথায় থাকত ? ____________

____

———

শিশুর বিদ্যালয়

এখন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক শিশুই এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে লেখাপড়া শুরু করে। গ্রামের বিদ্যালয় গৃহগুলি অধিকাংশই আগে কাঁচা ছিল। এখন কিছু কিছু পাকা দেওয়াল দেখা যায়। কিন্তু শহরের বিদ্যালয় গৃহগুলি সবই পাকা।



বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক ঘর থাকে। শিক্ষক, শিক্ষিকাদের বসবার জন্যও একটি ঘর থাকে। আবার অনেক স্কুলে একটি অফিস ঘর থাকে। এই বিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া শেখে তাদের ছাত্রছাত্রী বলে। শিক্ষক, শিক্ষিকারা শিশুদের যত্ন সহকারে শিক্ষা দেন। তাঁদের জন্য শিশুরা এই বিশ্বের অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে শেখে। শিশুরা নানা বিষয়ে নানা জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষক, শিক্ষিকারাই শিশুদের জীবন গড়ে দেন।

বিদ্যালয়ে আমরা যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করি তারা হল সহপাঠি। এই সহপাঠীদের সাথে একসাথে মিলে মিশে প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রেখে চলা উচিত। বিদ্যালয় গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। বিদ্যালয়ে যাবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে যেতে হয়। প্রত্যেক শিশুই বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা, একতা, ভদ্রতা ও সহযোগিতার শিক্ষা পায়।

বিদ্যালয় কি ?

লেখা পড়া ও সামাজিক রীতিনীতি শেখার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

সমাজে বিদ্যালয়ের দরকার কেন ?

শিশুদের লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

বিদ্যালয় না থাকলে কি হত ?

শিক্ষার আলো থেকে আমরা দূরে থাকতাম। আমরা বুদ্ধিমান জ্ঞানী হতে পারতাম না। সমাজের বোঝা হয়ে পড়তাম।

বিদ্যালয় আমাদের কি উপকার করে ?

বিদ্যালয় আমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত ও প্রকৃত সুস্থ মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

তোমাদের বিদ্যালয়টি কেমন ?

পাকা।

মাষ্টার মহাশয় বা দিদিমণি কাদের বলা হয়।

বিদ্যালয়ে যাঁরা লেখাপড়া শেখান তাঁদের মাষ্টার মহাশয় (পুরুষ) বা দিদিমনি (স্ত্রী) বলে।

শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত ?

শিক্ষক, শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা উচিত।

বিদ্যালয়ে সহপাঠী কাকে বলে ? সহপাঠীদের সাথে কিভাবে চলা উচিত ?

বিদ্যালয়ে আমরা যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করি তারা হল সহপাঠি। সহপাঠিদের সাথে একসঙ্গে মিলেমিশে প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রেখে চলা উচিত।

বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন কেন ?

বিদ্যালয়ে আমরা অনেকক্ষণ থাকি। বিদ্যালয় নোংরা থাকলে আমাদের নানারকম অসুখ হতে পারে। তাই বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা দরকার।

ঃ পাঠ মূল্যায়ণ ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) বিদ্যালয় কি ? ____________________

(খ) বিদ্যালয়ের ঘর গুলিতে কি কাজ হয় ? ____________________

(গ) বিদ্যালয়ে কি কি আসবাব পত্র থাকে ? ____________________

(ঘ) বিদ্যালয় না থাকলে কি হত ? ____________________

২। ঠিক কথাটির তলায় দাগ দাও ঃ

(ক) বিদ্যালয় গৃহ কিরূপ রাখা দরকার ? (পরিষ্কার/অপরিষ্কার)

(খ) বিদ্যালয় গৃহ কে পরিষ্কার রাখে ? (ছাত্র ছাত্রী/মেথর)

(গ) শিক্ষক/শিক্ষিকাকে কি করা দরকার ? (অশ্রদ্ধা/শ্রদ্ধা)

(ঘ) সহপাঠীদের প্রতি কি করা দরকার ? (ঘৃণা/ভালবাসা)

৩। নীচের শূন্যস্থানে ঠিকঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) বিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া শেখে, তাঁদের ____________ বলে।

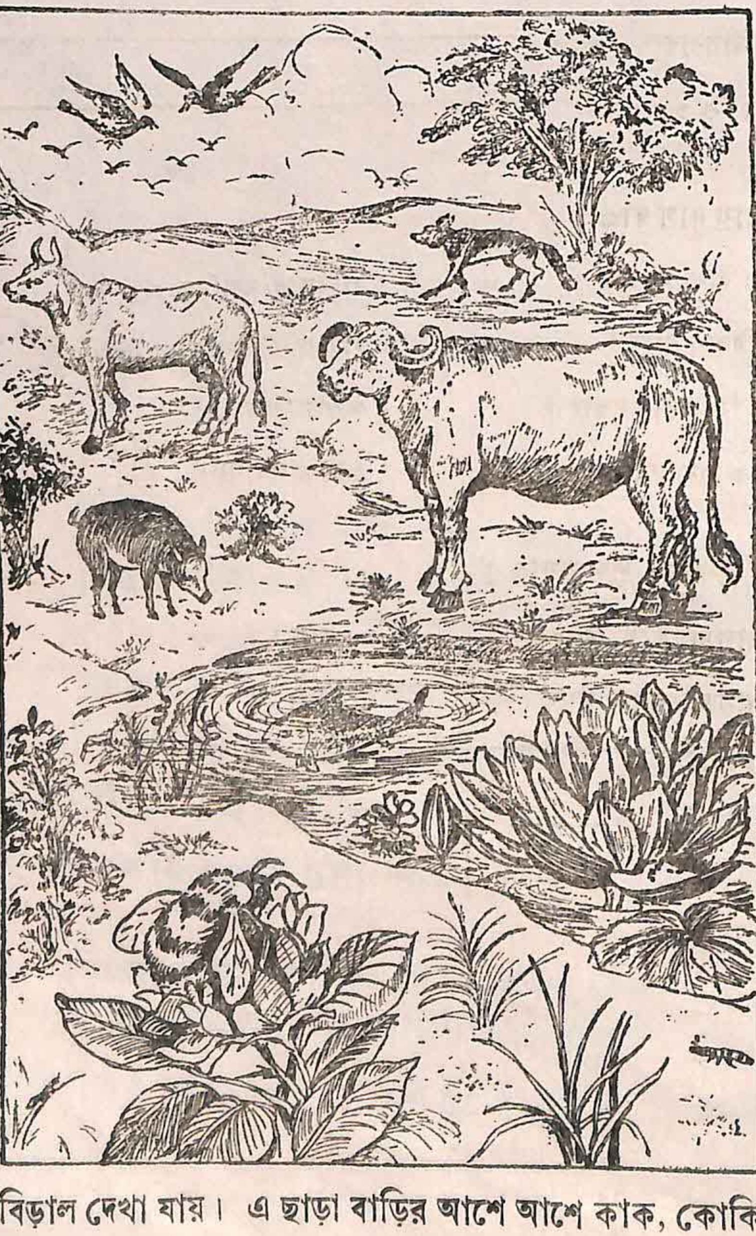
(খ) বিদ্যালয়ে যিনি লেখাপড়া শেখান তাঁকে ____________ বলে।

(গ) আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ____________________ ।

———

শিশুর পরিবেশ

আমরা যেখানে বাস করি সেখানকার চারপাশের সকল জিনিসই, যেমন—রাস্তাঘাট, লোকজন, ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি নিয়েই হল আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ সাধারণতঃ দু'-রকমের দেখা যায়। (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও (২) কৃত্রিম পরিবেশ। আপনা থেকে গড়ে ওঠা পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। যেমন—মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি। যে সব জিনিস মানুষ নিজে সৃষ্টি করে বা তৈরী করে, সেগুলিকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে। গ্রামের বেশির ভাগই প্রাকৃতিক পরিবেশ। শহরের বেশির ভাগই কৃত্রিম পরিবেশ। তাই গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে শহরের পরিবেশের অনেক পার্থক্য রয়েছে। গ্রামের বাড়ীতে চাষের গরু, দুধের জন্য গাভী, পোষা কুকুর,



বিড়াল দেখা যায়। এ ছাড়া বাড়ির আশে আশে কাক, কোকিল, শালিক, চড়াই, ঘুঘু, ফিঙি,

বাবুই, ফড়িং প্রজাপতি নানা ধরনের পাখি দেখা যায়। গ্রামের মাঠে ধান গম পাট ইত্যাদি ফসল দেখা যায়। অনেকের বাড়ির মধ্যে বাগান থাকে।

শহরে যে সমস্ত শিশু বাস করে তাদের বাড়ির পরিবেশ আলাদা। যাদের নিজস্ব বাড়ি নেই, তারা ভাড়া বাড়িতে সব ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে একত্রে বাস করে। এখানে চারপাশে আছে কেবল ঘনঘন বাড়িঘর, লোকজন, নানা গাড়ি ও কলকারখানা।

আকাশে আছে সূর্য, চাঁদ ও তারা। আমরা সূর্য থেকে আলো ও তাপ পাই। প্রকৃতির কাছ থেকে পাই জল ও বাতাস। গ্রামের লোকেরা, নদী, দীঘি, ও পুকুর থেকে জল পায়। শহরের লোকেরা পরিশ্রুত জল নলের সাহায্যে পেয়ে থাকে।

পরিবেশ কাকে বলে?

আমরা যেখানে বাস করি সেখানকার ও তার চারপাশের সকল জিনিসই হল পরিবেশ। যেমন—রাস্তাঘাট, লোকজন, ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, গাছপালা, পশু-পাখি, নদী-নালা প্রভৃতি।

গ্রামের পরিবেশ কি রকম?

গ্রামের পরিবেশ হয় উন্মুক্ত খোলামেলা। খোলা মাঠ, পুকুর, গাছপালা, মুক্ত হাওয়া বাতাস, ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। বেশির ভাগ গ্রামের রাস্তা কাঁচা। কিছু কিছু এখন পাকা হয়েছে।

শহরের পরিবেশ কি রকম?

শহরের পরিবেশ খুব ঘন। ছোটবড় নানা ধরনের বাড়ি। বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো। শহরের সব রাস্তা পাকা পিচ ও পাথর দিয়ে তৈরী। ঘন লোকবসতি। রাস্তায় সব সময় অসংখ্য গাড়ী, মোটর চলে, রাস্তায় চলাফেরা করা দায়। শহরে আলো, বাতাস, জল সব কিছু কম।

পরিবেশ সাধারণতঃ কয় রকমের?

পরিবেশ সাধারণতঃ দু রকমের। (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) কৃত্রিম পরিবেশ।

গাছ পালা ও শাক সব্‌জি কোথায় উৎপন্ন হয় ?

গাছ্‌পালা এবং শাকসব্‌জি গ্রামের মাঠের বাগানে উৎপন্ন হয়।

মাঠে যারা শাক সব্‌জি ও শস্য উৎপন্ন করে তাদের কি বলে ?

তাদের চাষী বা কৃষক বলে।

শহরের লোকেরা শাক সব্‌জি ও শস্য কিভাবে পায় ?

গ্রাম থেকে ঐগুলি আমদানী হয়ে শহরের বাজারে আসে। সেখান থেকে শহরের লোকেরা কিনে নেয়।

প্রাণীকে বাঁচতে হলে কি কি দরকার ?

জল, বাতাস, আলো ও খাদ্য।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। ঠিক কথাটির তলায় দাগ দাও ঃ

(ক) তোমার বাড়িতে পশু — আছে/নেই

(খ) তোমার বাড়িতে পাখি — আছে/নেই

(গ) তোমার বাড়িতে সব্‌জি — হয়/হয় না

(ঘ) তোমার বাড়িতে বাগান — আছে/নেই

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) আলো ও বাতাস আমরা কোথা থেকে পাই ? ____________

(খ) আলো, বাতাস ও জলের প্রয়োজনীয়তা কি ? ____________

(গ) কৃত্রিম পরিবেশ কাকে বলে ? ____________

(ঘ) প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ? ____________

॥ ষষ্ঠ পাঠ ॥

পারিবারিক জীবন

মানুষ কখন একা থাকত না। এরা সমাজ বদ্ধ জীব। বাবা মা, ভাই, বোন, দাদা, দিদি প্রভৃতি সকলকে নিয়ে এরা বাস করে। কোন কোন পরিবারে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, বাবা মা, কাকা-কাকী, জ্যাঠা-জ্যেঠী, দাদা-দিদি, ভাই-বোন প্রভৃতি অনেক লোকজন থাকে। এদের সকলকে নিয়ে হয় এক পরিবার। এরা প্রত্যেকেই আপনজন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। পরিবারের সকলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত। তাহলে কোন অশান্তি হয় না। সকলের সঙ্গে সকলের প্রীতির সম্পর্ক থাকলে পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ থাকে, পরিবারের সকলের মন প্রফুল্ল থাকে।



পরিবারের বয়স্ক লোকের সঙ্গে শিশুর স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক। শিশুদের সকলেই ভালবাসে, স্নেহ করে। নিজেদের ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হওয়া উচিত। অনেক পরিবারে কাজের লোক থাকে। যেমন, ঝি, চাকর, ঠাকুর। তাদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া ঝাঁটি করতে নেই। বাড়ীর আশেপাশে যাঁরা বাস করে তারা পরিবারের বন্ধুর মত, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করলে অশান্তি বাড়ে। বাইরের লোকজন যদি বাড়ীতে আসে তবে তাদের সুখ সুবিধা দেখতে হয়।

যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়, সম্মান জানাতে হয়। তাঁদের কথা শুনতে হয়। সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে হয়। বয়সে যারা ছোট তাদের সঙ্গে ভাইবোনের মত ব্যবহার করতে হয়। তাদের স্নেহ করতে হয়, ভালোবাসতে হয়। তাদের কোন বিপদ আপদ যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তুমি ভাল হলে পরিবারের সকলে তোমায় ভালোতো বাসবেই। প্রতিবেশীরাও তোমায় ভালো বাসবে। তোমার সুখ্যাতি করবে।

সমাজ কাকে বলে ?

নিজের লোক ছাড়া আমাদের আশেপাশে অনেক লোকজন রয়েছে। আমরা তাদের নিয়ে মিলেমিশে বাস করি। সকলে মিলে এই যে বিরাট সংসার তাকে বলে সমাজ।

পারিবারিক জীবন বলতে কি বোঝ ?

পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করাকে পারিবারিক জীবন বলে।

পরিবারের গুরুজন কারা ?

বয়সে যাঁরা বড় তাঁরাই হলেন গুরুজন। যেমন বাবা, মা, পিসি, দিদি, জ্যাঠা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, শিক্ষক, শিক্ষিকা প্রভৃতি। এছাড়া পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা বয়সে বড় তাঁরাও গুরুজন।

গুরুজনকে কিভাবে সম্মান দেখান হয় ?

গুরুজনেরা ডাকলে "আজ্ঞে" বলে সাড়া দিতে হয়। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে কাছে গিয়ে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে প্রণাম জানতে হয়। কোন কারণে তাঁরা বকাবকি করলে কখনও মুখে মুখে জবাব দিতে নেই।

সবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা দরকার কেন ?

সবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখলে সংসারে শান্তি বজায় থাকে। প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে অশান্তি ঘটে।

শিশুদের সঙ্গে বড়দের সম্পর্ক কেমন ?

শিশুদের সঙ্গে বড়দের স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে। তাদের সঙ্গে কখনো ঝগড়া করবে না। যে কোন রকম বিপদে তাদের সাহায্য করবে।

শিক্ষক মশাইদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

শিক্ষক শিক্ষিকাদের পিতামাতার মত সম্মান করবে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে হাত জোড় করে নমস্কার করবে। তাঁদের আদেশ সব সময় পালন করবে।

বাড়ীর ঝি চাকরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

বাড়ীতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে নিজের লোকের মত মধুর ব্যবহার করবে। যাতে তারা মনে দুঃখ পায় এমন কথা কখনও বলতে নেই।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) স্নেহের পাত্র কারা ? ____________

(খ) কাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে ? ____________

(গ) শিশুর সঙ্গে বড়র সম্পর্ক কেমন ? ____________

(ঘ) পারিবারিক জীবন কি ? ____________

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও ঃ

(ক) যারা পরিবারে বড় তারাই ________ । উঃ ________

(খ) যারা পরিবারে ছোট তারাই ________ । উঃ ________

(গ) ________ ভালবাসতে হয়। উঃ ________

(ঘ) প্রতিবেশীর সাথে ________ ব্যবহার করতে হয়। উঃ ________

গ্রাম ও শহরের বাড়ীঘর

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ বন্য জীবজন্তুর মত বনে জঙ্গলের বাস করত। তাদের বাড়ীঘর ছিল না। প্রথমে গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায়-বাস করত।



কাঁচা বাড়ী

তারপরে লতাপাতা দিয়ে ঘর তৈরি করতে শিখল। বন-জঙ্গল ছেড়ে তখন থেকে মানুষ ঘরে বাস করতে শুরু করল।

সেই বাড়ী ঘরের রূপ অনেক বদলেছে। গ্রামে এখনও কাঁচা বাড়ীঘরের প্রচলন রয়েছে। গ্রামে বাঁশ, খড়, মাটির অভাব নেই। গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ীই হলো মাটির দেয়াল, বাঁশের বেরা আর ছাউনি হলো হোগলা, খড়, টালি, টিন বা অ্যাসবেসটরের।

শহরের চেহারা অবশ্য আলাদা। শহরে অধিংকাশই ইটের পাকাবাড়ী। শহরের বাড়ী তৈরির জন্য ইট, বালি, চুন, সিমেণ্ট, লোহার রড ও পাথরকুচির দরকার। শহরের পাকা বাড়ীগুলি তৈরি করে রাজমিস্ত্রী ভাইরা। বাড়ী তৈরি করার সময় যাতে উঠোন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। উঠোনে শিশুরা লেখাধূলা করতে পারে।



পাকা বাড়ী

জামা কাপড় শুকোতে পারে। সামান্য একটু বাগান থাকাও দরকার। শহরের বাড়ীগুলির এসবের সুযোগ খুবই কম। নাও পাওয়া যেতে পারে।

গ্রাম কাকে বলে?

কয়েকটি পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম হয়।

গ্রামে ঘরবাড়ী কেমন?

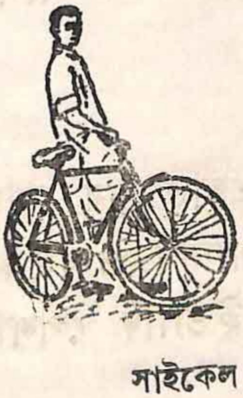
গ্রামের প্রায় সকল ঘর-বাড়ী কাঁচা। মাটির বা বাঁশের দেওয়াল, খড়ের বা গোলপাতার ছাউনি। টিন বা টালীর চাল আছে। মাঝে মাঝে দু'একখানি ইঁট ও কাঠের তৈরী পাকাবাড়ী দেখা যায়।

গ্রামের পথ-ঘাট কেমন?

বেশির ভাগ পথ-ঘাট কাঁচা। বর্ষার দিনে বেশির ভাগ পথ জল ও কাদায় ভরে যায়। কোন কোন গ্রামের দূর দিয়ে মাঠের মাঝ দিয়ে কিছু লম্বা চওড়া পাকা রাস্তা আজকাল দেখা যায়।

গ্রামে কি ধরনের যানবাহন চলে?

সাইকেল, সাইকেল-রিক্সা, গরুরগাড়ী, পালকি, নৌকা



সাইকেল

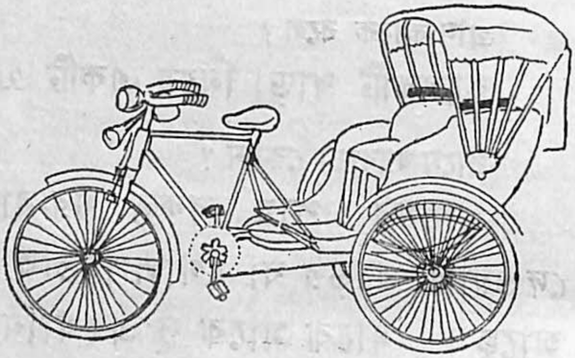


গরুর গাড়ী

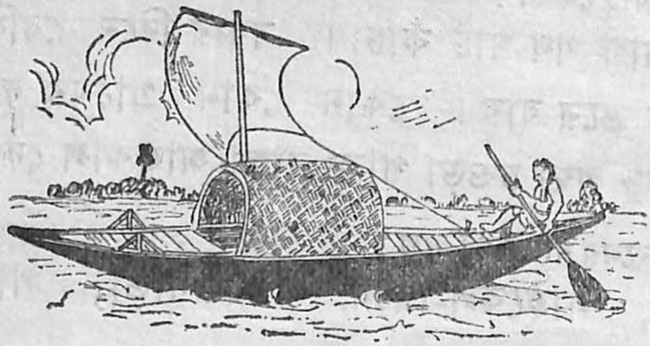
ইত্যাদি। মাঝে মধ্যে দু'একখানি মোটর, লরী ও টেম্পো গাড়ী



পাল্কী



সাইকেল-রিক্সা



নৌকা

দেখা যায়। কোন কোন গ্রামের পাশ দিয়ে আজকাল বাসও চলাচলা করছে।

গ্রামের অধিবাসী কারা?

গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষি-জীবি। এছাড়া দুধ, মাছ, মাটির হাঁড়ি-কলসী, জামা-কাপড় ইত্যাদি যোগানদারও থাকে। কিছু সংখ্যক চাকুরে, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি পেশার লোকও বাস করে।

গ্রামে কি কি ফসল উৎপন্ন হয় ?

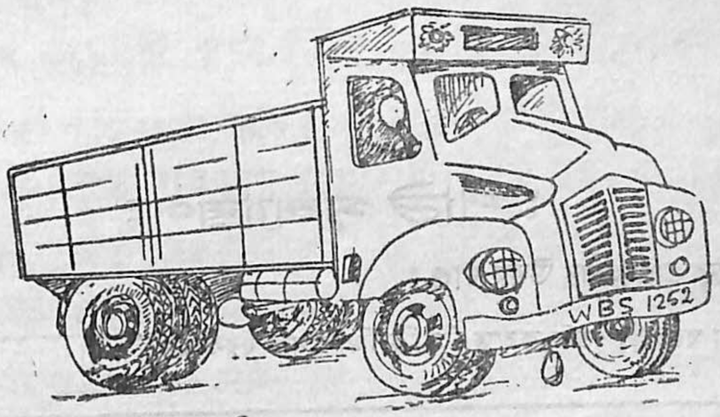
ধান, পাট, ডাল, আলু, পটল, বেগুন ও নানা ধরণের ফসল ও ফল উৎপন্ন হয়।

গ্রামের উৎপন্ন জিনিস কোথায়, কিভাবে চালান যায় ?

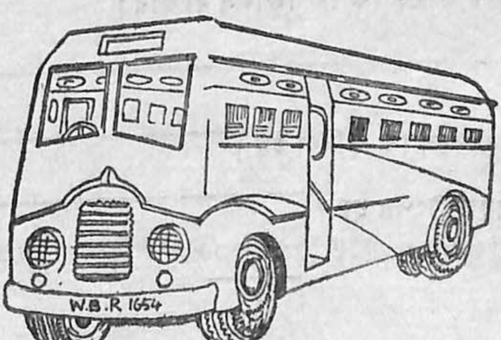
লরি, গরুরগাড়ী, টেম্পো প্রভৃতি যানবাহনের মাধ্যমে কলকাতা সহ বিভিন্ন বড় বড় বাজারে চালান যায়।

শহর কোথায় গড়ে ওঠে ?

যেখানে বেশি লোকজন বাস করে, বিভিন্ন অফিস ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।



লরি



বাস

শহরে কি ধরনের যানবাহন চলে ?

মোটর, ট্যাক্সি, বাস, লরি, বাইক, স্কুটার, সাইকেল, ঠেলাগাড়ী

ইত্যাদি যানবাহন চলে। কলকাতা শহরে ট্রাম ও চক্ররেল চলে।

শহরের রাস্তাঘাট কেমন ?

বেশ চওড়া। সব পাকা। রাস্তাগুলো পিচ দিয়ে মোড়া।

শহরে বেশির ভাগ কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করে ?

ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, চাকুরিজীবি, শিক্ষক, শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি লোক বাস করে।

শহরের কি কি জিনিস উৎপন্ন হয় ?

নানা ধরণের যন্ত্রপাতি, কাগজ, চিনি, কাপড়, ওষুধ প্রভৃতি জিনিস উৎপন্ন হয়।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) কাঁচা ঘরবাড়ী তৈরি করতে কি কি জিনিসের দরকার ? ______________________

____

(খ) পাকা বাড়ী তৈরি করতে কি কি জিনিস দরকার ? ______________________

____

(গ) বাড়ীতে উঠোন থাকলে কি সুবিধা হয় ? ______________________

(ঘ) গ্রামে কি কি সফল উৎপন্ন হয় ? ______________________

———

দূরের পরিবেশ

নিজেদের পরিবারের বাইরের যে সমাজ তাকে কি বলে ?

আমাদের পরিবারের বাইরে যে সমাজ তাকে পাড়া বলে।

গ্রাম কাকে বলে ?

পাশাপাশি কয়েকটি পাড়া নিয়ে এক একটি গ্রাম হয়।

অঞ্চল কাকে বলে ?

পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি অঞ্চল হয়।

অঞ্চলে কি ভাবে শান্তি বজায় থাকে ?

গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অঞ্চলের শান্তি রক্ষা করা হয়।

পঞ্চায়েত প্রথা কবে চালু হয় ?

১৯৫৭ সাল থেকে।

পঞ্চায়েত আইনের আগে কি আইন ছিল ?

ইউনিয়ন বোর্ড আইন।

পঞ্চায়েত প্রথা কি ?

গ্রামের শাসন ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েত প্রথা বলে। গ্রামের অধিবাসীদের "প্রতিনিধি" নির্বাচন করা হয়।

পঞ্চায়েত কয় ভাগে বিভক্ত ?

তিন ভাগে বিভক্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে কি বলে ?

গ্রাম প্রধান।

অঞ্চল পঞ্চায়েত কি ভাবে হয় ?

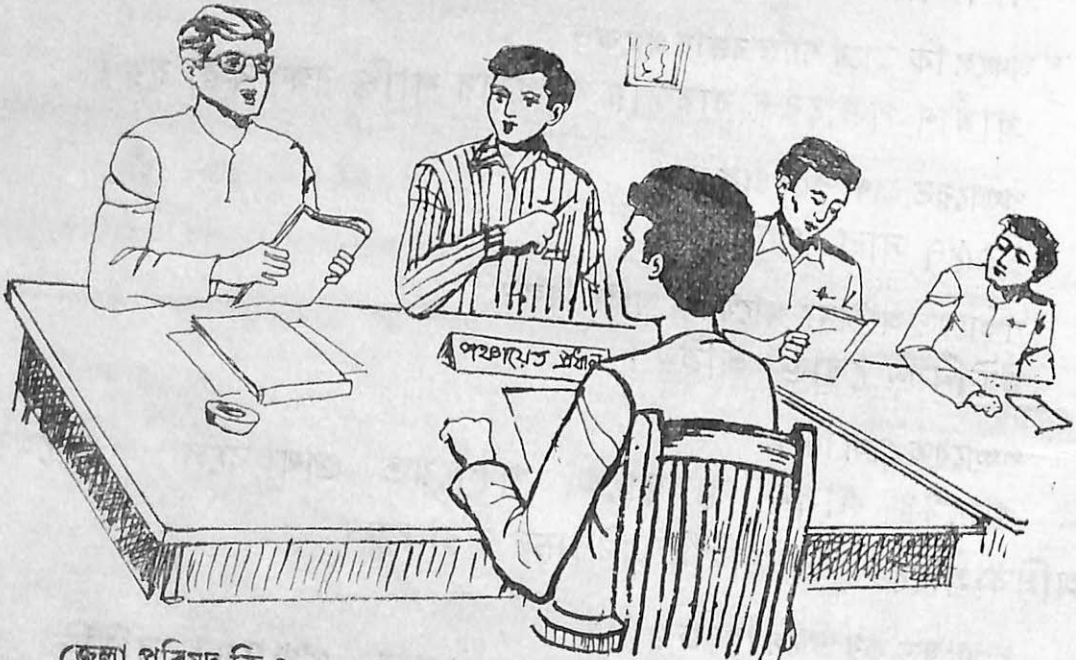
পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানকে কি বলে ?

অঞ্চল প্রধান।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজ কি ?

তারা সারা অঞ্চলের রাস্তাঘাট, কৃষি, সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ-কর্ম দেখা শুনা করা এবং সরকারের কর দেওয়া ও গ্রাম সভার আদায় করা টাকা কাজে লাগাবার নির্দেশ দেওয়া।



জেলা পরিষদ কি ?

প্রত্যেক জেলার অঞ্চল পরিষদগুলোর কাজ পরিচালনা ও তদারক করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের পঞ্চায়েত সভা থাকে। এই সভাকে জেলা পরিষদ বলে।

পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা কিভাবে নির্বাচিত হয় ?

প্রতি চার বছর অন্তর ত্রিস্তরে সাধারণ ভোটারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। গ্রাম সভা, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ।

থানার কাজ কি ?

এলাকায় যাতে চুরি ডাকাতি না হয় সেদিকে নজর রাখা ও নানা এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

থানার প্রধানকে কি বলে ? তিনি কি করেন ?

থানার প্রধানকে দারোগা বলে। তিনি অন্যান্য পুলিশ-কর্মচারীদের নিয়ে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

মহাকুমা কাকে বলে ? মহকুমার প্রধানকে কি বলে ?

কয়েকটি থানা নিয়ে এক একটি মহাকুমা হয়। মহাকুমার প্রধানকে এস. ডি. ও বা মহাকুমা শাসক বলে।

জেলা কাকে বলে ? জেলার প্রধানকে কি বলে ?

কয়েকটি বা একটি মহকুমা নিয়ে হয় একটি জেলা। জেলার প্রধানকে বলে জেলাশাসক বা ডি. এম।

জেলার কাজ পরিচালনা করেন কে ?

জেলার কাজ পরিচালনা করেন জেলা শাসক ও পরিষদদের সভাপতি।

বিভাগ কাকে বলে ?

কয়েকটি জেলা নিয়ে হয় এক একটি বিভাগ।

পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিভাগ আছে ?

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিভাগ আছে। যথা (১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ (২) বর্ধমান বিভাগ (৩) জলপাইগুড়ি বিভাগ।

রাজ্য বা প্রদেশ কাকে বলে ?

কয়েকটি জেলা বা বিভাগ নিয়ে রাজ্য বা প্রদেশ গঠিত হয়। যেমন—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা।

রাজ্যে শাসন কর্তাকে কি বলে ?

রাজ্যের শাসন কর্তাকে রাজ্যপাল বলে। তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য শাসন করেন।

দেশ বা রাষ্ট্র কাকে বলে। আমাদের দেশের নাম কি ?

কয়েকটি রাজ্য বা প্রদেশ নিয়ে দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ।

দেশ বা রাষ্ট্রের শাসন কর্তাকে কি বলে ?

দেশের শাসন কর্তাকে রাষ্ট্রপতি বলে। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার পরামর্শ নিয়ে দেশে শাসন করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রধানকে কি বলে ?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলে। তিনিই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

আমাদের দেশের (ভারতের) রাজধানী কোথায় ?

আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লী।

আমরা যে রাজ্যে বাস করি তার নাম কি ?

আমরা যে রাজ্যে বাস করি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোথায় ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা।

মহাদেশ কাকে বলে ?

কয়েকটি দেশ বা রাষ্ট্র নিয়ে হয় মহাদেশ।

মিউনিসিপ্যালিটি কি ?

শহরের লোকের স্বাস্থ্য, জল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি দেখা শোনার জন্য সেখানকার লোকেরা ভোট দিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এই প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমিতি তৈরী হয়। একে মিউমিসিপ্যালিটি বলে।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধানকে কি বলে ?

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধানকে বলে চেয়ারম্যান।

পৌরসভা কি ?

বড় বড় শহর যেমন—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের লোকদের স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি দেখা শোনা ও উন্নতির জন্য শহরের লোকেরা ভোট দিয়ে পৌরসভায় প্রতিনিধি পাঠান। তারাই এইসব পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশন বলে।

কর্পোরেশনের প্রধানকে কি বলে ?

কর্পোরেশনের প্রধানকে মেয়র বা পৌর প্রধান বলে।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) কিভাবে গ্রাম গঠিত হয় ? ____________________

(খ) পঞ্চায়েতের কাজ কি ? কয় ভাগে বিভক্ত ? ____________________

(গ) অঞ্চল কাকে বলে ? কাদেরকে অঞ্চল প্রধান বলে ? ____________________

(ঘ) মেয়র বা পৌর প্রধান কাকে বলে ? ____________________

(ঙ) চেয়ার ম্যান ও মেয়রের মধ্যে পার্থক্য কি ? ____________________

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) কয়েকটি পাড়া নিয়ে —— তৈরী হয়। উঃ ____________________

(খ) কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে —— তৈরী হয়। উঃ ____________________

(গ) কয়েকটি জেলা নিয়ে —— তৈরী হয়। উঃ ____________________

(ঘ) রাজ্যের সর্বময় কর্তাকে —— বলা হয়। উঃ ____________________

(ঙ) ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম ——। উঃ ____________________

(চ) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম ——। উঃ ____________________

(ছ) রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তাকে ——। উঃ ____________________

॥ নবম পাঠ ॥

সামাজিক পরিবেশ-পরিচিতি

মানুষকে সামাজিক জীব বলে। মানুষ একা বাস করতে পারে না। নানা ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী মানুষ জন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে মিলেমিশে বাস করে। এইসব প্রতিবেশীদের নিয়ে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে।

সমাজের সকলেই কিন্তু এক কাজ করে না। সমাজের এক এক ধরনের মানুষ এক এক ধরনের কাজ করে। এভাবে কাজ করে একে অন্যের উপকার করছে। সমাজের এই লোকেদের মধ্যে কেউ চাষ করেন, কেউ কাপড় বোনেন, কেউ মাছ ধরেন কেউ কলকারখানায় কাজ করেন, কেউ জমি-বাড়ী কিনি বিক্রী করেন। এ ছাড়া কেউ অফিসে কাজ করেন, কেউবা শিক্ষকতা করেন। কেউবা ওকালতি ও ডাক্তারিও করেন।

সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়র মত সম্পর্ক থাকা দরকার।

মানুষ কেন একসাথে বাস করে?

মানুষ একা সব কাজ করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের কাজ ও জিনিসের জন্য বিভিন্ন মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। জীবন যাত্রার জন্য মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিষ একা যোগাড় করতে পারে না। তাই তাকে সমাজে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়।

সমাজ কাকে বলে?

মানুষ একা বাস করতে পারে না। জীবন ধারণ করতে নানা জিনিষের প্রয়োজন হয়। এ জন্য নানা শ্রেণীর লোক মিলেমিশে এক জায়গায় বাস করে। এই মিলে মিশে বাস করাকে সমাজ বলে।

সমাজের লোকেরা কি কি কাজ করেন ?

আমাদের সমাজের লোকেরা কেউ চাষ আবাদ করেন, কেউ কাপড় বোনেন, কেউ মাছ ধরেন, কেউ লোহা দিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী করেন, কেউ কলকারখানায় কাজ করেন, আবার কেউ বা অফিস আদালতে কাজ করেন বা শিক্ষকতা করেন। কেউ কেউ আবার ডাক্তারিও করেন।

বিভিন্ন রকম জিনিসের জন্য কাদের কাছে যেতে হয় ?

আমাদের চাল, ডাল, তরিতরকারীর জন্য যেতে হয় চাষীর কাছে। কোদাল কাস্তের জন্য যেতে হয় কামারের কাছে। হাঁড়ি কলসীর জন্য কুমোরের কাছে। মশলাপাতির জন্য মুদির কাছে। মাছের জন্য জেলের কাছে। পড়াশুনার জন্য শিক্ষকের কাছে আর রোগের চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ডাক্তারের কাছে।

সমাজ-বন্ধু কাকে বলে ?

সমাজে নানা জাতের লোক থাকে। যারা কিছু না কিছু কাজ কর্ম করে একে অন্যকে সাহায্য করে তাদেরকে সমাজ-বন্ধু বলে।

সমাজ-বন্ধু কারা ?

যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের রোজকার জীবনে সাহায্য করে থাকেন।

কয়েকজন সমাজ-বন্ধুর নাম কর ?

চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, কলু, জেলে, গোয়ালা, মুচি, মেথর, পুলিশ, চৌকিদার, পিওন, ডাক্তার ও শিক্ষক এরা সকলেই সমাজের বন্ধু।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) মানুষকে কি বলে ? ____________________

(খ) কাদের নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে ? ____________________

(গ) চার সমাজ বন্ধুর নাম কর ? ____________________

(ঘ) সমাজ বন্ধু কাকে বলা হয় ? ____________________

____

২। **সঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দাও ঃ**

(ক) জেলে ____________ ধরে। (মাছ/পাখি/চোর)

(খ) চাষী ____________ করে। (বাড়ী/গাড়ী/চাষ)

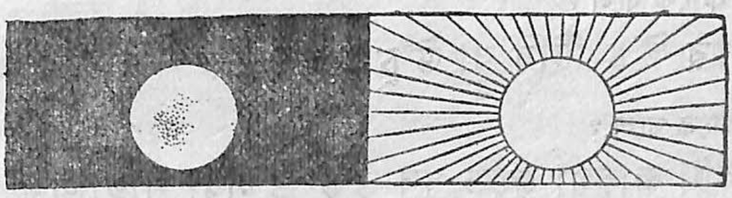
(গ) পিওন ____________ বিলি করে। (বই/কাগজ/চিঠি)

(ঘ) শিক্ষক ____________ করেন। (অফিস/শিক্ষকতা/ওকালতি)

প্রাকৃতিক পরিবেশ

আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বন-জঙ্গল এসব নিয়েই হল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা যতই উন্নত হয়ে থাকি না কেন, আমরা এগুলো সৃষ্টি করিনি। এরা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

আমাদের মাথার ওপর রয়েছে উন্মুক্ত আকাশ আর আমাদের পায়ের নীচে রয়েছে মাটি। আর চারপাশে রয়েছে গাছ পালা, নদী নালা পাহাড়-পর্বত। সূর্য আলো দেয়, বাতাস বয়ে চলে, আকাশে মেঘ হয়। বৃষ্টি পড়ে। রাতের আকাশে আমরা চাঁদ ও অসংখ্য নক্ষত্র দেখতে পাই। প্রাকৃতিক জিনিস সূর্য থেকে আমরা আলো আর উত্তাপ পাই। বাতাস থেকে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি। বৃষ্টির জলে ফসল ফলে।



এই সূর্য যতক্ষণ আলো দেয় ততক্ষণ সময়কে বলি দিন। সূর্য ডুবে গেলে আঁধার নেমে আসে। তাকে বলি রাত্রি। এই দিন ও রাত মিলে হয় একদিন।

সূর্য কি ?

সূর্য একটি আগুনের জ্বলন্ত গোলা।

চাঁদ কি ?

একটি উপগ্রহ। চাঁদে জল, বাতাস কিছুই নেই।

পৃথিবী কি ?

একটি গ্রহ। পৃথিবীতে জল, বাতাস, মাটি ইত্যাদি আছে।

পৃথিবী দেখতে কেমন ?

গোলাকার অনেকটা কমলালেবুর মত। দু-দিকটা কিছু চাপা।

গ্রহ ও নক্ষত্র কি ভাবে চেনা যায় ?

গ্রহের আলো স্থির। নক্ষত্রের আলো মিট্‌মিট্‌ করে।

গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে কার নিজস্ব আলো আছে ?

নক্ষত্রের।

সূর্য আমাদের কি উপকার করে ?

আলো ও তাপ দেয়। সূর্যের আলো না পেলে পৃথিবীও ধ্বংস হতে যেত।

সূর্যের আলোর কয়টি রং আছে ?

সাতটি। লাল, নীল, সবুজ, আকাশী, হলদে, কমলা, বেগুনী।

সমতল ভূমি কাকে বলে ?

যে সকল জায়গার উপরিভাগ সমান তাকে সমতলভূমি বলে।

পাহাড় কাকে বলে ?

পাথরের উঁচু ঢিবি বা উঁচু জায়গাকে পাহাড় বলে।

পর্বত কাকে বলে ?

অনেকটা জায়গা জুড়ে খুব উঁচু ও লম্বা পাহাড়কে পর্বত বলে।

সাগর কাকে বলে ?

যে বিশাল জলরাশি দেশ ও মহাদেশকে প্রায় ঘিরে রাখে তাকে বলে সাগর।

মহাসাগর কাকে বলে ?

সাগরের চেয়ে বড় ও আরও গভীর বিশাল .জলরাশিকে মহাসাগর বলে।

নদী কাকে বলে ?

যে জলধারা পাহাড় বা পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে দেশের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে তাকে নদী বলে।

উপনদী কাকে বলে ?

যে নদী পাহাড় বা পর্বত থেকে বেরিয়ে কোন নদীতে গিয়ে মিশেছে তাকে উপনদী বলে।

শাখা নদী কাকে বলে ?

যে নদী কোন নদী থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে তাকে শাখা নদী বলে।

মরুভূমি কাকে বলে ?

বালুকাময় বিশাল এলাকাকে মরুভূমি বলে।

: পাঠ মূল্যায়ণ :

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :

(ক) আমরা ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে পূর্ব আকাশে কি দেখি ?

(খ) সূর্য কোনদিকে অস্ত যায় ?

(গ) গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে তফাৎ কি ?

(ঘ) সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী কোনটি কি ?

২। হ্যাঁ বা না বল :

(ক) চাঁদে জল আছে কি ?

(খ) সূর্য কি একটি গ্রহ ?

(গ) পৃথিবী কি সূর্যের চেয়ে ছোট ?

(ঘ) মরুভূমিতে জল পাওয়া যায় কি ?

॥ একাদশ পাঠ ॥

উৎসব ও আনন্দ

আমাদের দেশে নানা ধর্মের লোক বাস করে। কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ। কেউ জৈন, কেউ খ্রীষ্টান, কেউবা মুসলমান। সব ধর্মের আচার অনুষ্ঠান এক নয় বা এক সময়ে হয়ও না। বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বন তো লেগেই আছে।

গ্রামে বা শহরে অনেক মন্দির, মসজিদ ও গির্জা আছে। আমরা সকলেই নানা রকম অনুষ্ঠান উপভোগ করি। মন্দিরে দেবতাদের পূজা হয়। মসজিদে আল্লার আজান দেওয়া হয়। গির্জায় যীশুখ্রীষ্টের আরাধনা হয়।

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এগুলি হলো হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব। তেমনি মহরম, ইদুজ্জোহা হলো মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। বড়দিন হলো খ্রীস্টানদের ধর্মীয় উৎসব।

ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও কতকগুলো জাতীয় উৎসব আছে। সেগুলো সমস্ত ধর্মের মানুষ পালন করে থাকে। এগুলির মধ্যে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শহীদ দিবস, শিশু দিবস, শিক্ষক দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নেতাজীর জন্মদিন, মে দিবস প্রভৃতি।

হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি কি ?

হিন্দুদের প্রধান উৎসব হলো দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সময় প্রতিটি মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে নতুন পোষাক পরে। এছাড়া কালীপূজা, সরস্বতীপূজা ও গাজন মেলা প্রভৃতি।

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি কি ?

মুসলমানদের প্রধান উৎসব মহরম, সবেবরাত, ইদুজ্জোহা প্রভৃতি।

খ্রীস্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি কি ?

খ্রীষ্টানদের প্রধান উৎসব খ্রীস্টমাস ডে, গুডফ্রাইডে, নিউইয়ার্স ডে।

কোন্ ধর্মের লোকেরা কোথায় আরাধনা করে ?

হিন্দুরা মন্দিরে পূজা করে। মুসলমানরা মসজিদে যায়। খ্রীস্টানরা যায় গীর্জায়।

ঃ পাঠ মূল্যায়ণ ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ ঃ

(ক) ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পূজা-উৎসব কোনটি ? ______

(খ) কোন্ ধর্মের লোকেরা কোথায় পূজা করে ? ______

______

(গ) কোন্‌কালে দুর্গাপূজা হয় ? ______

(ঘ) রবীন্দ্র জয়ন্তী কি ? ______

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) হিন্দুদের প্রধান উৎসব ______

(খ) খ্রীষ্টানরা আরাধনা করে ______

(গ) মুসলমানদের প্রধান উৎসব ______

(ঘ) হিন্দুরা পূজা দেয় ______

উৎপাদন

গ্রামে ফসল উংপাদন হয় আর শহরে নানা যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন হয়। আলু, পটল, বেগুন, কুমরো, মুলো কফি প্রভৃতি তরিতরকারি গ্রামের মাটিতেই চাষ হয়ে থাকে।

গ্রামে যারা গরীব, যাদের জমি নেই, তারা মজুরীর বিনিময়ে দৈহিক পরিশ্রম করে। অনেক চাষী ভাই অপরের জমিতে বলদ, লাঙ্গল, সার বীজ দিয়ে ফসল ফলান এবং বিনিময়ে ফসলের একটা বড় অংশ তারা নিয়ে থাকেন! এদের বলা হয় ভাগচাষী বা বর্গাচাষী।

গ্রামের লোকজন এখন কেবল চাষবাসই করে তা নয়। চাষবাস ছাড়াও তারা অনেক রকম কাজ করে। এই কাজগুলিকে কুটির শিল্প বলে। যেমন কেউ বাঁশ বা বেত দিয়ে ঝুড়ি, কুলো, ডালা তৈরি করেন। কেউ মাদুর বা পাটি বোনেন। আবার কেউ তাঁতে নানারকম কাপড়, গামছা, চাদর ইত্যাদি বোনেন। কেউ মাটি দিয়ে হাঁড়ি কলসি, গ্লাস, মাটির খেলনা, মূর্তি তৈরি করেন।

গ্রামে যারা চাষবাস করেন তাঁদের চাষী বা কৃষক বলে। শহরে কলকারখানায় যারা কাজ করেন তাঁদের মজুর বা শ্রমিক বলে। শহরের কলকারখানায় বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে নানারকম জিনিস উৎপাদন হয়। একে বলে যন্ত্র শিল্প। বহু লোক কলকারখানায় কাজ করে! এরা প্রধানত শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সব কারখানায় চট, থলে, কাপড়, কাগজ, লোহার যন্ত্রপাতি, ওষুধ, সাবান, ময়দা, দেশলাই, নানা ধরনের তেল, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতি উৎপাদন হয়।

চাষী কাদের বলা হয়?

যারা মাঠে রোদে জলে চাষ করে, তাদেরকে চাষী বলে।

ভাগচাষী কাদের বলে?

যে সমস্ত চাষী ভাইদের নিজস্ব জমি নেই, পরের জমিতে চাষ করে ফসল ফলান আর তার পরিবর্তে ফসলের একটা বড় অংশ পান, তাদেরকে ভাগচাষী বলে।

গ্রামে প্রধানতঃ কি কি জিনিস উৎপন্ন হয় ?

ধান, পাট, গম তুলা প্রভৃতি।

গ্রামে কি সবারই জমি আছে ?

না।

শ্রমিক কাদেরকে বলা হয় ?

যারা কলকারখানায় কাজ করে, প্রধানত শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে শ্রমিক বলে।

শহরের কারখানায় কি কি প্রস্তুত হয় ?

চট, থলে, কাপড়, কাগজ, লোহার নানাধরণের জিনিস, ওষুধ সাবান, নানারকম গন্ধ তেল, ময়দা, দেশলাই, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতি।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। নীচের দ্রব্যগুলি কোনটি কৃষিজাত, কোনটি কুটির শিল্প জাত, কোনটি কারখানায় উৎপন্ন হয় নীচের ছকে লেখ।

পাট, কাগজ, ঝুড়ি, ধান, কাপড়, চট, পটল, কুলো দেশলাই, গম, মাটির গ্লাস, মাদুর, ময়দা।

কৃষিজাত	কুটির শিল্পজাত	কারখানায় উৎপন্ন

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও।

(ক) আমাদের প্রধান ফসল ________

(খ) চাষীদের সবার নিজের ________ নেই। উঃ

(গ) বহুলোক ________ কাজ করেন। উঃ

॥ ত্রয়োদশ পাঠ ॥

দিক নির্ণয় পরিচিতি

দিক প্রধানতঃ চারটি। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম।

দিনে সাধারণতঃ সূর্যের সাহায্যে দিক ঠিক করা যায়। রাতে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক ঠিক করা হয়। আর ছায়াকাঠির সাহায্যেও দিক ঠিক করা যায়। এছাড়া দিক নির্ণয় যন্ত্রও আছে ?

সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে পূর্ব দিক হয়। ডান দিক দক্ষিণ, বাম দিক উত্তর ও পেছনের দিক পশ্চিম।

প্রধানত দিক কয়টি ?

দিক চারটি।

কি কি দিক আছে ?

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ।

আমরা কিভাবে দিক ঠিক করতে পারি ?

সকাল বেলা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনের দিকটা পূর্ব দিক। পেছনের দিকটা পশ্চিম দিক আর ডান হাতের দিকটা দক্ষিণ দিক ও বাঁ হাতের দিকটা উত্তর দিক।

রাতে কিভাবে দিক নির্ণয় করা যায় ?

রাতে আকাশের দিক তাকিয়ে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক নির্ণয় করা যায়।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। আমাদের প্রধান চারটি কি কি দিক আছে ? ______________________________

____

২। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কোনটা কোন দিক হবে ? ______________________

____

ঋতু পরিচয়

বার মাসে এক বছর হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ফাল্গুণ ও চৈত্র।

বছরের ছয়টি ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত।

আবহাওয়ার অদল বদলকে ঋতু বলে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্ম কাল। আষাঢ় শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। ভাদ্র আশ্বিন শরৎকাল। কার্তিক অগ্রহায়ন হেমন্ত কাল। পৌষ মাঘ শীতকাল। ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত কাল।

কয় মাসে এক বছর হয়?

বারো মাসে এক বছর হয়।

কি কি মাস নিয়ে এক বছর হয়?

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, ও চৈত্র।

ঋতু কাকে বলে?

আবহাওয়ার অদল-বদলকে ঋতু বলে।

ঋতু কয় প্রকার ও কি কি?

ঋতু ছয় প্রকার। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাস গ্রীষ্মকাল। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। ভাদ্র-আশ্বিন মাস শরৎকাল। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হেমন্তকাল। পৌষ-মাঘ মাস শীতকাল। ফাল্গুন-চৈত্র মাস বসন্তকাল।

: পাঠ মুল্যায়ণ :

১। এক বছরে কয় মাস হয়?

২। মাস গুলির কি কি নাম লেখ?

৩। ঋতু কি? ঋতু সম্বন্ধে কি জান?

মাটি • গাছপালা • ফল ফুল

সাধারণতঃ তিন রকমের মাটি আছে। বেলে মাটি, এঁটেলে মাটি, ও দোঁআশ মাটি। তাছাড়া পলি, লোনা ও কাঁকর মাটিও আছে।

ধান, কলাই ও আখ ইত্যাদি এঁটেল মাটিতে ফলে। দোঁআশ মাটিতে সব ফসলই ভাল ফলে।

এবার তোমাদের গাছপালা, ফুল, ফল-এর কথা বলছি।

তোমার বাড়ীর চারপাশে নানা রকম গাছ আছে, তা সব সময়েই দেখতে পাও।

প্রত্যেকটি গাছের পাঁচটি অংশ রয়েছে।



মুল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফল।

গাছ খাবার না পেলে কিন্তু মরে যায়। তাই তাকে খাবার দিতে হয় বাঁচার জন্য।

গাছের মুলে জল দিতে হয়। তখন গাছ মুল দিয়ে মাটি থেকে জল শুষে নেয়। আর পাতার সাহায্যে আলো বা তাপ নেয়।

গাছের পাতা কিন্তু সব এক রকম নয়। যেমন পদ্মপাতা গোল। দেবদারু ও বাঁশ পাতা বল্লমের মত। বটপাতা ডিমের মত।

অনেক গাছের পাতায় আবার কাঁটা থাকে। আনারস পাতার ধারে কাঁটা থাকে। খেজুর গাছের পাতার আগায় কাঁটা থাকে।

এবার ফুলের কথা বলছি। সব ফুলের কিন্তু গন্ধ থাকে না। রজনীগন্ধা, গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল, জুঁই, চাঁপা.ফুলের গন্ধ আছে। আবার তেমনি টগর, পদ্ম, জবা ফুলের গন্ধ নেই।

ফুল থেকে ফল হয়।

ফল দুই রকম। সরস ফল ও নীরস ফল। আম, লিচু, কমলালেবু প্রভৃতি সরস ফল কিন্তু বাদাম, সুপারি প্রভৃতি নীরস ফল।







মাটি সাধারণতঃ কয়প্রকার ও কি কি ?

মাটি সাধারণতঃ তিনপ্রকার। বেলে মাটি, এঁটেল মাটি ও দোঁআশ মাটি।

এছাড়া আর কি ধরণের মাটি আছে ?

এ ছাড়া পলি, লোনা ও কাঁকর মাটিও আছে।

কি ধরণের মাটিতে সব ফসলই ভাল হয় ?

দোঁআশ মাটিতে সব ফসলই ভাল হয়।

গাছের কয়টি অংশ আছে ? কি কি ?

গাছের পাঁচটি অংশ আছে। মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফল।

গাছ কি না পেলে মরে যায় ?

গাছ খাবার না পেলে মরে যায়। তাই তাকে বাঁচার জন্য খাবার দিতে হয়।

গাছ কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে ?

গাছ মাটি থেকে মূলের সাহায্যে জল শুষে নিয়ে পাতায় পাঠায়। পাতা সূর্য থেকে আলো ও তাপ নেয়। গাছ এইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে।

কোন্ কোন্ পাতা কি রকমের হয় ?

পদ্মপাতা গোল, দেবদারু ও বাঁশপাতা বল্লমের মত। বটপাতা ডিমের মত।

কোন্ কোন্ পাতায় কাঁটা থাকে ?

আনারস পাতার ধারে কাঁটা থাকে। খেজুর গাছের পাতার আগায় কাঁটা থাকে না।

ফুল কোথায় হয় ?

ফুল গাছে ফোটে।

সব ফুলেই গন্ধ থাকে ?

না। সব ফুলেই গন্ধ থাকে না।

কোন্ কোন্ ফুলে গন্ধ থাকে ?

রজনীগন্ধা, গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলে, জুই, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের গন্ধ আছে।

কোন্ কোন্ ফুলে গন্ধ থাকে না ?

টগর, পদ্ম ও জবা ফুলের গন্ধ থাকে না।

কি থেকে ফল হয় ?

ফুল থেকে ফল হয়।

ফল কয় রকম ও কি কি ?

ফল দুইরকম। সরস ফল ও নীরস ফল।

কোন্ কোন্ ফল সরস ফল ?

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলালেবু প্রভৃতি সরস ফল।

কোন্ কোন্ ফল নীরস হয় ?

বাদাম, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি নীরস ফল।

: পাঠ মূল্যায়ন :

১। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও :

(ক) ধান, পাট, কলাই, আখ প্রভৃতি ________ মাটিতে ফলে

(খ) সব ফসলই ________ মাটিতে ভাল ফলে।

(গ) গাছ ________ থেকে মূল দিয়ে ________ শুষে নেয়।

(ঘ) গাছ ________ সাহায্যে ________ বা ________ নেয়।

(ঙ) দেবদারু ও বাঁশ পাতা ________ মত।

(চ) বট পাতা ________ মত।

(ছ) আনারস পাতার ধারে ________ থাকে।

(জ) সব ফুলের কিন্তু ________ থাকে না।

———

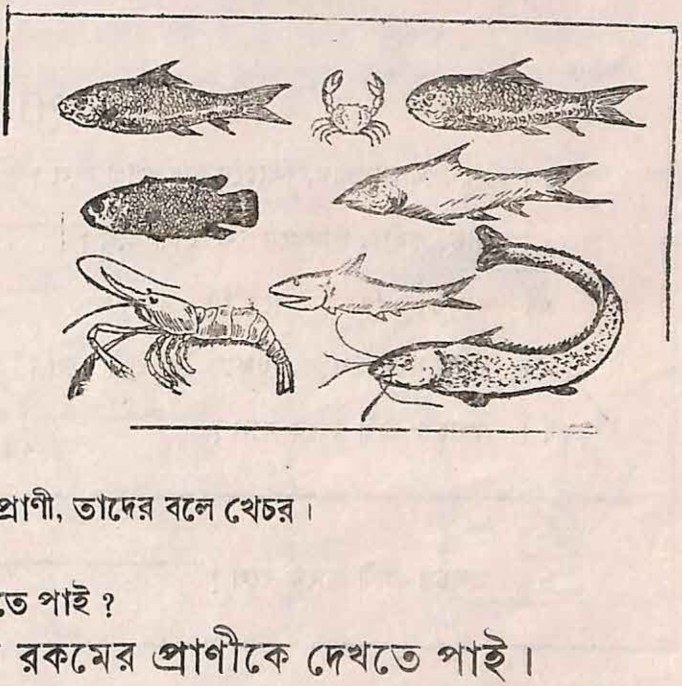
প্রাণীর কথা

আমরা সাধারণতঃ চার রকমের প্রাণীকে দেখতে পাই। স্থলচর, জলচর, উভচর ও খেচর।

গরু, ঘোড়া, বাঘ এরা সব স্থলচর।

এরা সবাই ডাঙায় থাকে বলে স্থলচর প্রাণী।

আবার তেমনি যারা শুধু জলেই বাস করে যেমন, মাছ, কুমীর এরা সব জলচর প্রাণী।



যারা জলেও বাস করে আবার ডাঙায়ও বাস করে। যেমন, শামুক, ব্যাঙ, কচ্ছপ এরা হল উভয়চর প্রাণী।

আকাশে উড়ে, বেড়ায় সে সব প্রাণী, তাদের বলে খেচর।

আমরা কয় রকমের প্রাণী দেখতে পাই?

আমরা সাধারণতঃ চার রকমের প্রাণীকে দেখতে পাই।

আমরা কি কি প্রাণী দেখতে পাই?

স্থলচর, জলচর, উভচর ও খেচর।

স্থলচর প্রাণী কারা?

গরু, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি স্থলচর প্রাণী।

কারা জলচর প্রাণী?

মাছ, কুমীর, হাঙ্গর, প্রভৃতি জলচর প্রাণী।

উভচর প্রাণী কাদেরকে বলে ?

যারা জলেও বাস করে আবার ডাঙ্গায়ও বাস করে। যেমন শামুক ব্যাঙ কচ্ছপ প্রভৃতি।

খেচর প্রাণী কাদেরকে বলে ?

পাখীদের খেচর প্রাণী বলে। দুটি পাখা মেলে এরা আকাশে উড়ে বেড়ায়।

ঃ পাঠ মূল্যায়ন ঃ

১। গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহকে কি প্রাণী বলে ? ____________________

২। মাছ, কুমীর, হাঙ্গরকে কি প্রাণী বলে ? ____________________

৩। শামুক, ব্যাঙ, কচ্ছপকে কি প্রাণী বলে ? ____________________

৪। টিয়া, ময়না, কাক, চিলকে কি প্রাণী বলে ? ____________________

৫। স্থলচর প্রাণী কাকে বলে ? ____________________

____

৬। জলচর প্রাণী কাকে বলে ? ____________________

____

৭। খেচর প্রাণী কাকে বলে ? ____________________

____

৮। কাকে উভচর প্রাণী বলে ? ____________________

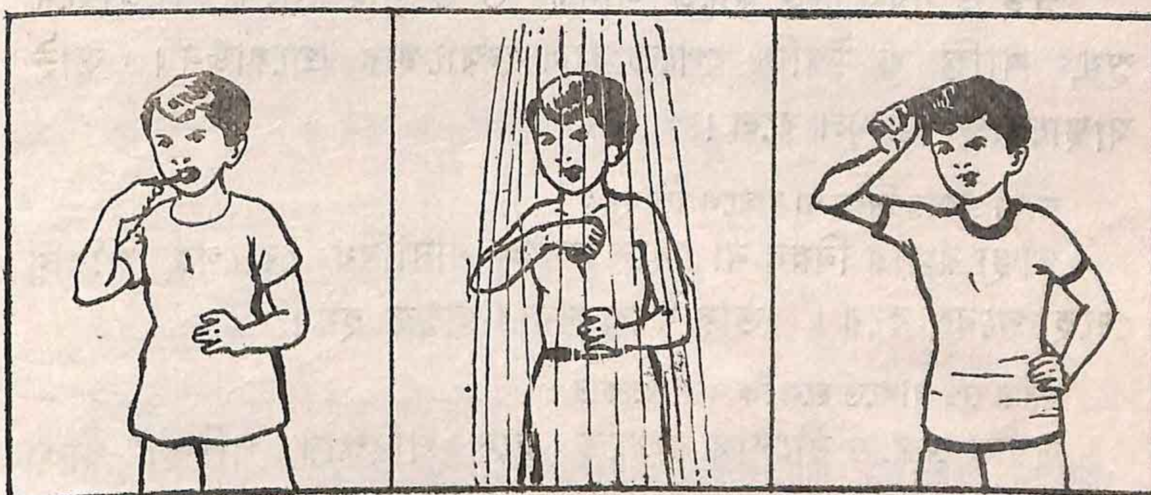
____

স্বাস্থ্য * খেলাধূলা * ব্যায়াম

শরীর ও মনের সুস্থ অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম না মেনে চললে নানাবিধ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। এর ফলে শরীর অসুস্থ হয়। শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার।

প্রত্যহ স্নান করা উচিত। তাতে শরীরের লোমকূপ পরিষ্কার থাকে। খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগ হতে পারে না। শরীর ঠাণ্ডা থাকে। হজম ভালো হয়। রোজ স্নান করার সময় মাথায় ভালো করে তেল মাখবে ও দাঁত মাজবে। স্নানের পর চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াবে। অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন চুল হলো উকুনের বাসা। মাথায় খুসকী ও মরামাস জন্মায়।



দাঁত, হাত-পা ও নখ পরিষ্কার রাখবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় জামা পরবে। সপ্তাহে অন্তত একদিন জামা কাপড় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবে।

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হলে স্বাস্থ্য পালনের সাথে সাথে খেলাধূলা ব্যায়াম করা দরকার। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। খেলাধূলা করার নির্দিষ্ট সময় আছে। দুপুর রোদে খেলাধুলা করা মোটেই উচিত নয়। এতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হবে। খুব সকালে ২০।২৫ মিনিট দৌড়াদৌড়ি করলে অবসাদ কেটে যায়। মন প্রফুল্ল হয়। বিকেলে খেলাধূলা করার উপযুক্ত সময়। তবে একটানা বেশীক্ষণ খেলাধূলা করা উচিত নয়। তাতে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নানা

রকমের খেলাধুলা আছে। হাডুডু, কানামাছি, দাঁড়িয়াবান্ধা, লুকোচুরি, ফুটবল, ক্রিকেট, স্কীপিং প্রভৃতি খেলা কার না ভালো লাগে।

মনে রেখ, অলসকে কেউ ভালবাসে না। কখনও কুঁড়ে, অলস হয়ে বসে থাকবে না। দৈহিক স্বাস্থ্য গঠনের জন্য উপযুক্ত ভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনা করা দরকার। নিয়মিত খেলাধূলা ব্যায়াম করা অবশ্যই উচিত। ইংরাজীতে বলে 'হেল্‌থ্‌ ইজ ওয়েল্‌থ্‌'। বাংলায় বলে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। দেহের সুন্দর বিকাশ ও সুষ্ঠ ভাব প্রকাশ করতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়াম শরীরে শক্তি যোগায়। ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে পালন করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য কাকে বলে ?

শরীর ও মনের সুস্থ ও সবল অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে।

স্বাস্থ্য সুখের মূল কেন ?

সুস্থ ও সবল দেহ কাজে আনন্দ ও উৎসাহ জোগায়। জীবনে সুখ, শান্তি ও উন্নতি পেতে হলে সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন। তাই স্বাস্থ্যকে সুখের মূল বলে।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম না মানলে কি হয় ?

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম না মেনে চললে নানাবিধ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। তার ফলে শরীর অসুস্থ হয়।

শরীর সুস্থ রাখতে হলে কি করা দরকার ?

শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার।

স্বাস্থ্যের মূল কথা কি ?

মনকে চিন্তার উপযোগী ও শরীরকে কাজ কর্ম করার উপযোগী করে রাখাই হলো স্বাস্থ্যের মূল কথা।

শরীর সুস্থ রাখতে কি করা উচিত ?

রোজ সকালে দাঁত, মুখ, চোখ পরিষ্কার করা, পুষ্টিকর ও টাটকা

খাদ্য খাওয়া, নিয়মিত খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জামা কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখা।

শরীর সুস্থ থাকলে কি হয় ?

মনে আনন্দ থাকে, কাজে উৎসাহ আসে।

দীর্ঘ জীবন লাভের সহজ উপায় কি ?

দীর্ঘ জীবন লাভ করতে হলে খুব ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়। তাহলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়।

সামাজিক স্বাস্থ্য কাকে বলে ?

বহু লোককে নিয়ে আমাদের সমাজ। যে ব্যবস্থার দ্বারা বহু-লোকের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়; তাকে সামাজিক স্বাস্থ্য বলা হয়।

সামাজিক পরিচ্ছন্নতা কাদের ওপর নির্ভর করে ?

ব্যক্তির নিজের ওপর নিভর করে।

সামাজিক স্বাস্থ্য কিভাবে নষ্ট হয় ?

সাধারণের ব্যবহার্য পুকুরে কলেরা, টাইফয়েড রোগীর মলমূত্র কাচলে, বাড়ির আশেপাশে খানা ডোবার জলে মশা জন্মালে ঐ মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়। তাছাড়া যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করলেও সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

সামাজিক জ্ঞান

সামাজিক শিক্ষা কাকে বলে ?

সমাজে আমরা যাদের সঙ্গে বাস করি, তাদের সঙ্গে কি রকম আচার-ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে।

সকলের সঙ্গে কি ধরণের ব্যবহার করতে হবে ?

সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। নম্রভাবে কথা বলতে হবে। ধীরভাবে অপরের কথা শুনতে হবে। সর্বদা হাসিখুশী থাকতে হবে।

সমাজে বাস করতে হলে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হয় ?

সমাজে বাস করতে হলে অন্যের অসুবিধে হয় এমন কোন কাজ করতে নেই। অন্যের কথা মন দিয়ে শুনতে হয় কারো কথা শেষ না হলে কথা বলতে নেই। অন্যের অসুবিধার দিকে নজর দিতে হয়।

সহযোগিতা বলতে কি বোঝায় ?

কোন কাজে একজন আর একজনকে সাহায্য করাকে সহযোগিতা বলে। পরস্পরের সহযোগিতায় অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

রাস্তায় কিভাবে চলতে হয় ?

গাড়ী-ঘোড়া দেখে খুব সাবধানে রাস্তায় চলতে হয়। সব সময় ফুটপাত ধরে চলতে হয়। যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে চলতে হয়। রাস্তায় কখনও ফলের খোসা ফেলতে নেই। তাতে কোন পথিক পা পিছলে পড়ে যেতে পারে।

মাতাপিতার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় ?

মাতাপিতা আমাদের পরম গুরু। তাদের কখনও অবাধ্য হতে নেই। তাঁরা যা বলেন, হাসিমুখে তা পালন করতে হয়। কখনও তাঁদের মনে কষ্ট দিতে নেই। তাদের প্রণাম করে সকল কাজ শুরু করতে হয়।

গুরুজনদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করতে হয় ?

জ্যেঠা, কাকা, মামা, মামী, জ্যেঠিমা, কাকিমা, দাদা, দিদি প্রভৃতি সকলেই গুরুজন। তাঁরা যা আদেশ করেন, নম্রভাবে হাসিমুখে বিনয়ের সঙ্গে তা পালন করতে হয়। তাঁরা কাছে এলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্মান দেখাতে হয়।



অন্ধ, খোঁড়া বা ভিখারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ?



অন্ধ, খোঁড়া বা ভিখারীকে সর্বদা সাহায্য করতে হয়। অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিতে হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় ?

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাতা-পিতার মতই ভক্তি করতে হয়। তাঁদের কথা সর্বদা মেনে চলতে হয়। তাঁরা ক্লাসে আসার সঙ্গে

সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হয়। রাস্তায় দেখা হলে হাতজোড় করে বা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়।

সহপাঠীদের প্রতি কি ধরণের ব্যবহার করতে হয় ?

সহপাঠিরা নিজের ভাইবোনের মতই। তাদের সকলকে ভাল-বাসতে হয়। তাদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া করতে নেই। সহপাঠিদের কারো অসুখের সংবাদ পেলে তার বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে হয়। প্রয়োজনে সেবা যত্ন করতে হয়। কারো যদি বই না থাকে, তাকে বই পড়তে দিয়ে সাহায্য করতে হয়।

ঃ পাঠ মূল্যায়ণ ঃ

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) সামাজিক শিক্ষা কাকে বলে ? ____________________

____

(খ) সমাজে প্রকৃত দুর্বল কারা ? ____________________

____

(গ) কাদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া করতে নেই ? ____________________

____